দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 APR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

নকল সহায়ক নোট বই

দেশের বিভিন্ন স্থানে নকল সহায়ক নোট বই বা গাইড বই অবাধে বিক্রয় হইতেছে। এই নোট বইগুলি আকারে খুবই ছোট-লম্বায় মাত্র ৫ ইঞ্চি, চওড়ায় ৩ ইঞ্চি। আকার দেখিয়া মনে হয়, পকেটে বা পোশাকের ভিতরে লুকাইয়া পরীক্ষার হলে লইয়া যাইবার সুবিধার কথা মাথায় রাখিয়াই বইগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে। নাম দেওয়া হইয়াছে 'টেকনিক হ্যান্ডনোট'। ইত্তেফাকে প্রকাশিত সংবাদ মতে ঝিনাইদহ জেলায় চলতি এস, এস, সি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুদিন পূর্ব হইতে এই ধরনের নোট বইয়ে বাজার ছাইয়া যায়। অপর একটি পত্রিকায় নওগাঁ এবং টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন স্থানে নকল সহায়ক এই সব নোট বই দেদারসে বিক্রয় হইবার সংবাদ ছাপা হইয়াছে। প্রকাশ, এই বইগুলিতে লেখক ও প্রকাশনীর যে নাম-ঠিকানা ছাপা হইয়াছে তাহা ভুয়া। বইগুলিতে দাম লেখা থাকে ১০০ হইতে ১৫০ টাকা, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিক্রয় করা হয় ১০-১৫ টাকায়। বুঝিতে অসুবিধা হয় না, এইসব বইয়ের বাজারজাতকারীরা মূল্য উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রেও এক ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে, এই অবৈধ ও প্রতারণামূলক এবং পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সহায়ক কথিত বইয়ের প্রকাশনা ও বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা স্থানীয় প্রশাসনের কেহই কোন ব্যবস্থা নিতেছে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এই ধরনের অপতৎপরতা দমন কাহারো দায়িত্বের অন্তর্গত কিনা সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলগুলির মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রহিয়াছে।

উল্লেখিত 'টেকনিক হ্যান্ডনোট' নামক অভিনব ধরনের নোট বই ছাড়াও নানা আকার ও প্রকারের নোট বই সারা দেশেই প্রকাশ ও বিক্রয় হইতেছে। অভিজ্ঞজনদের মতে এইসব নোট বইয়ের অধিকাংশই অতিশয় নিম্নমানের। এসব নোট বইয়ে সহজ প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দেওয়া থাকিলেও কঠিন ও কৌশলী প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয় দায়সারাভাবে। অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের বেশির ভাগই এসব নোট বইয়ের উপর প্রায় পুরাপুরি নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। নোট বই যে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বা মাথা খাটাইবার প্রবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া দেয় সে ব্যাপারে কোন শিক্ষাবিদেরই কোন সংশয় নাই। তাই নোট বই বিরোধী একটি অনুভূতি সব সময়ই অভিভাবক ও বিদ্যোৎসাহী মহলের মধ্যে ক্রিয়াশীল। সরকারও বিভিন্ন সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নোট বই নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফলে নোট বই বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। কেবল নাম বদল করিয়াছে। এসব বইয়ের প্রকাশকরা এখন আর 'নোট বই' নাম দিয়া উহা প্রকাশ করে না। এখন এসব বই প্রকাশ করা হয় 'গাইড বই', 'সাজেশন', 'ছাত্রসখা', 'ছাত্রবন্ধু' ইত্যাদি নামে। এইসব বইয়ের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বই পড়া একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। এখন 'হ্যান্ডনোট' নামক নকল সহায়ক বইয়ের প্রচলন হওয়ায় পরীক্ষার প্রস্তুতিস্বরূপ বই পড়ার পাটই বোধহয় চুকিয়া যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হইতে যাইতেছে।

এই পরিস্থিতি কোনক্রমেই কাম্য হইতে পারে না। দেশে দিন দিন শিক্ষার মানের অবনতি হইতেছে। ইহার অনেক কারণের মধ্যে নোট বই-গাইড বইয়ের অবাধ প্রচার ও প্রসার অন্যতম। ইহা যে সংশ্লিষ্ট মহলগুলির অজানা তাহাও নহে। তথাপি এই মেধাহানিকর, নকল প্রবণতায় উৎসাহদানকারী বই নামক বস্তুগুলির প্রকাশনা ও বিক্রয় বন্ধে কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া সত্যই আশ্চর্যজনক। নোট বইয়ের যে প্রচার ও প্রসার দেখা যাইতেছে তাহাতে ধারণা হয় এই ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকার পুঁজি খাটিতেছে। এই ব্যবসায়ীরা তাহাদের ব্যবসা তাহা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যত ক্ষতিকরই হউক না কেন অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা চালাইবে ইহাই স্বাভাবিক। এই চেষ্টার সূত্রে অবৈধ অর্থের লেনদেন হইতেছে কিনা, নোট বইয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনেও কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সংগত কারণেই সে প্রশ্ন উথাপনীয় হইয়া পড়ে। নোট বই নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কী করিয়া এই বইগুলি প্রকাশিত এবং অবাধে বিক্রয় হইতে পারিতেছে, আমরা মনে করি, সে ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হওয়া আবশ্যক। এই ব্যাপারে আমাদের শিক্ষক এবং অভিভাবকেরাইবা এমন নিশ্চুপ কেন? ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া লেখানোর দায়িত্ব কি শুধু সরকারের? শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন অপতৎপরতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব কি তাহাদের নাই? আমরা মনে করি শিক্ষক ও অভিভাবকদের উচিত নোট বইয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।